জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা
২০২২ ও ২০২৩

নিয়মাবলি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
www.shishuacademy.gov.bd

বাংলাদেশের শিশুদের স্বপ্নের প্রতিযোগিতার নাম জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা।

তৃণমূল থেকে শিশুদের প্রতিভা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতি বছর দেশব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে শিশু একাডেমির এটি সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। জাতীয় শিশু পুরস্কার বিজয়ীদের অনেকেই আজ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। চিত্রাংকন, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় এবং সংগীতসহ সৃজনশীলতার নানা ক্ষেত্রে পেয়েছেন তারকাখ্যাতি। বাংলাদেশের শিশুদের কাছে এক কাঙ্খিত প্রতিযোগিতার নাম জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম; যারা আজকের শিশু-কিশোর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আজকের শিশু-কিশোরদের জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সততা, নিষ্ঠা, তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞানচর্চা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিশুবান্ধব নীতির বাস্তবায়ন ঘটছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির নানান কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা তারই একটি অংশ।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সেই বিপর্যয়কাল মহামারির কারণে ২০২২ সালের জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা যথাযথ সময়ে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আর তাই ২০২২ ও ২০২৩ সালের প্রতিযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক সাথে আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিযোগীরা আলাদা আলাদা ভাবে দুই বছরের প্রতিযোগিতাতেই অংশগ্রহণ করতে পারবে।

প্রতিবারের মতো এবারও উপজেলা/থানা, জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছরের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক ৩০টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে ক, খ ও গ শাখায় যারা প্রথম স্থান অধিকার করবে, তারাই অংশগ্রহণ করবে চূড়ান্তপর্বের প্রতিযোগিতায়। যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২২ ও ২০২৩-এর কার্যক্রম।

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২২ ও ২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শাখাগুলোর জেলা ও উপজেলা পরিচালনা কমিটি, ক্রীড়া বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী ও প্রতিযোগিতার সম্মানিত বিচারকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদ জানাই অভিভাবকদের। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা শিশুদের দারুণভাবে উৎসাহ যোগায় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। আমরা মনে করি, অভিভাবকদের এই আন্তরিকতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পথচলার প্রেরণাময় উপহার।

যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রতিযোগীদের সুরক্ষিত রাখবে। প্রতিযোগী শিশুদের জন্য শুভকামনা।

শিশুরা থাকুক হাসিতে, শিশুরা থাকুক খুশিতে।

আনজীর লিটন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
dgbsa22@gamil.com

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২২ ও ২০২৩-এর সময়সূচি

ক. উপজেলা/থানা পর্যায়	০৯ জুলাই থেকে ১২ জুলাই ২০২৩
খ. জেলা পর্যায়	১৫ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই ২০২৩
গ. বিভাগীয় পর্যায়	২০ জুলাই থেকে ২২ জুলাই ২০২৩
ঘ. জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ে	২৬ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই ২০২৩

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সময়সূচি পরে জানানো হবে।

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতাকে ৩টি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে :

১. শিক্ষা বিষয়ক
২. সাংস্কৃতিক বিষয়ক
৩. ক্রীড়া বিষয়ক

- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিযোগিতা বিষয়ভেদে ক, খ ও গ এই ৩টি বিভাগে বিভক্ত।
- ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা বালক ও বালিকা ২টি বিভাগে বিভক্ত।

সকল প্রতিযোগিতা হবে একক, দলগত নয়।
ক বিভাগ : ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি
খ বিভাগ : ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি
গ বিভাগ : ৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি

২০২২ সালের জন্য প্রযোজ্য :

২০২২ সালে যারা ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছে এবং এস.এস.সি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে অর্থাৎ যারা বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত তারা ২০২২ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২০২২ সালে কোন শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছে তার প্রমাণক হিসেবে প্রতিযোগীকে অবশ্যই নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
২০২২ সালে ইংরেজি মাধ্যমে যারা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান থেকে ও-লেভেলে অধ্যয়ন করেছে, তারাও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২০২৩ সালের জন্য প্রযোজ্য :

২০২৩ সালে যারা ১ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করছে এবং এস.এস.সি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারাই ২০২৩ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২০২৩ সালে কোন শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে তার প্রমাণক হিসেবে প্রতিযোগীকে অবশ্যই নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
২০২৩ সালে ইংরেজি মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান থেকে ও-লেভেল পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২২ ও ২০২৩-এর বিষয়

- একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- একই প্রতিযোগী ২০২২ ও ২০২৩ দুই বছরেই অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আবৃত্তি ও চিত্রাংকন বিষয় দুটিতে ২০২২ ও ২০২৩-এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রতিযোগীরা একই গান, নৃত্য, ক্বেরাত দুই বছরের প্রতিযোগিতায় পরিবেশন করতে পারবে না।
- সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের কমপক্ষে আরও ৩টি গান পরিবেশন করার প্রস্তুতি থাকতে হবে।
- আবৃত্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত কবিতা ছাড়াও কমপক্ষে আরও ২টি কবিতা উপস্থাপন করার প্রস্তুতি থাকতে হবে।
- কুটিরশিল্প (বাঁশ-বেতের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি/মাটির কাজ ও বিজ্ঞানযন্ত্র উদ্ভাবন) প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা স্থলে সঙ্গে আনবে এবং বিচারকের সামনে তার নির্মাণশৈলী প্রদর্শন করতে হবে। প্রতিযোগীরা একই নির্মাণশৈলী দুই বছরের প্রতিযোগিতায় প্রদর্শন করতে পারবে না।
- চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় শুধু কার্টিজ পেপার সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য উপকরণ প্রতিযোগীদের সঙ্গে আনতে হবে।
- দাবা প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর উচ্চতার পরিমাপ প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত বয়সসীমা গ্রহণযোগ্য।

১. শিক্ষা বিষয়ক

ক্রম	বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
১.	বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২.	উপস্থিত অভিনয়	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৩.	আবৃত্তি (নির্ধারিত কবিতা)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৪.	উপস্থিত বক্তৃতা	খ ও গ বিভাগ	৬টি
৫.	ক্বেরাত (বাংলা তরজমাসহ)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৬.	শিশুসাহিত্য : ধারাবাহিক গল্প বলা	খ ও গ বিভাগ	৬টি
৭.	কুটিরশিল্প : বাঁশ-বেতের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি/মাটির কাজ	খ ও গ বিভাগ	৬টি
৮.	বিজ্ঞানযন্ত্রের উদ্ভাবন/ বিজ্ঞান প্রজেক্ট	খ ও গ বিভাগ	৬টি
			৬০টি

২. সাংস্কৃতিক বিষয়ক

সংগীত

ক্রম	বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
৯.	দেশাত্মবোধক সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১০.	রবীন্দ্র সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১১.	নজরুল সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১২.	ছড়াগান	ক ও খ বিভাগ	৬টি
১৩.	ভাবসংগীত (লালনগীতি/মুর্শিদী/হাছন রাজার গান/ দুরবীন শাহ/রাধারমণ দত্তের গান)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৪.	লোকসংগীত (যে কোনো অঞ্চলের আঞ্চলিক গান)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৫.	হামদ/ না'ত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৬.	উচ্চাঙ্গ সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৭.	তবলা	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৮.	যন্ত্রসংগীত : দোতারা/সেতার/ সরোদ/বাঁশি/কী-বোর্ড/বেহালা গিটার (স্প্যানিস/হাওয়াইয়ান অ্যাকুস্টিক গিটার)/(যে কোনো একটি)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
			৮৭টি

নৃত্য

ক্রম	বিষয়	সময়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
১৯.	মণিপুরী নৃত্য	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২০.	কত্থক নৃত্য	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২১.	ভরত নাট্যম	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২২.	সৃজনশীল নৃত্য (সাধারণ)	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২৩.	লোকনৃত্য	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
				৪৫টি

২৪. ক. **চিত্রাংকন : ২০২২-এর জন্য প্রযোজ্য (রঙের মাধ্যম উন্মুক্ত)**

বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
আমাদের স্কুল	ক বিভাগ	৩টি
পানি ও জীবন-প্রকৃতি	খ বিভাগ	৩টি
উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	গ বিভাগ	৩টি

খ. **চিত্রাংকন : ২০২৩-এর জন্য প্রযোজ্য (রঙের মাধ্যম উন্মুক্ত)**

বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
আমাদের শহরে সবুজায়ন	ক বিভাগ	৩টি
বিজ্ঞানের দুনিয়া	খ বিভাগ	৩টি
জলবায়ু পরিবর্তন	গ বিভাগ	৩টি

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরের পুরস্কার সংখ্যা হবে ৯টি

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক পুরস্কারের সংখ্যা

শিক্ষা বিষয়ক	**৬০টি**
সাংস্কৃতিক বিষয়ক	
ক. সংগীত	৮৭টি
খ. নৃত্য	৪৫টি
গ. চিত্রাংকন	৯টি
মোট	**= ২০১টি**

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরের জন্য পুরস্কারের সংখ্যা ২০১টি

৩. ক্রীড়া বিষয়ক

ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বালক/বালিকাদের প্রতিযোগিতা পৃথক-পৃথকভাবে আয়োজন করা হবে।

সকল প্রতিযোগিতাই হবে একক, দলগত নয়। প্রতিযোগিতা চলাকালীন প্রতিযোগীর বয়সসীমা প্রমাণের জন্য জন্মনিবন্ধন সনদপত্র ও কোন শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে, তা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

জেলা, বিভাগ ও জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য বিজয়ীদের সনদপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগীদের উচ্চতা নির্ধারণ :

ক. ২০২২-এর জন্য প্রযোজ্য

২০২২-এর প্রতিযোগীদের জন্য বয়সসীমা ও উচ্চতা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে যা শুধুমাত্র ২০২২-এ জন্য প্রযোজ্য। পুনর্নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্মতারিখ ০১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে হতে হবে। উচ্চতা ৪ ফুট ১১ ইঞ্চির অধিক হতে পারবে না।

খ. ২০২৩-এর জন্য প্রযোজ্য

ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্মতারিখ ০১ জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে হতে হবে। উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চির অধিক হতে পারবে না।

যদি কোনো প্রতিযোগীর বয়স সম্পর্কে কোনো পর্যায়ের প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহলে মেডিকেল বোর্ড দ্বারা তার বয়স পরীক্ষা করা হবে এবং বয়স বেশি প্রমাণিত হলে তাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি সঠিক বয়স পরীক্ষার জন্য প্রতিটি পর্যায়ে এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে (সরকারি/বেসরকারি) বয়স পরীক্ষার ব্যবস্থা নেবেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ

প্রতিটি বিষয়ে বালক ও বালিকার প্রতিযোগিতা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে

ক্রম	বিষয়	পুরস্কারের সংখ্যা
২৫.	দাবা	৬টি
২৬.	ব্যাডমিন্টন	৬টি
২৭.	১০০ মিটার দৌড়	৬টি
২৮.	উচ্চ লম্ফ	৬টি
২৯.	দীর্ঘ লম্ফ	৬টি
৩০.	১০০ মিটার মুক্ত সাঁতার	৬টি
		৩৬টি

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা বিষয় অনুযায়ী
সর্বমোট পুরস্কার সংখ্যা ২০১ + ৩৬ = ২৩৭টি

প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মাবলি

বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ের প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ের প্রতিযোগীদের বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। এটি একটি সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু গ্রন্থমালা'র সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

- প্রতিযোগিতা চলাকালীন অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ প্রতিযোগিতার কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।
- উপজেলা/থানা পর্যায়ে কোনো বিষয়ে প্রতিযোগী একজন হলেও তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কোনো বিষয়ে যুগ্মভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা যাবে না। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে যুগ্ম হলে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীর জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলি

ক. উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী শিশুরা জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী শিশুরা বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী শিশুরা জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ের প্রতিযোগিতার রিপোর্টিং-এর সময় প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীকে তার সকল পর্যায়ের প্রথম স্থান অধিকার করার মূল সার্টিফিকেট ও সত্যায়িত অনুলিপি (প্রতিটি এক কপি), ৬ (ছয়) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জন্মনিবন্ধনের সত্যায়িত সনদপত্র ও নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে বয়স ও শ্রেণির প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। রিপোর্টিং-এর সময় প্রতিযোগী সশরীরে উপস্থিত না থাকলে তার রিপোর্টিং গ্রহণ করা হবে না।

খ. বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। এই তথ্য ফরমের

সঙ্গে প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সকল তথ্যসহ সম্প্রতি তোলা ৬ (ছয়) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সত্যায়িত) সংযুক্ত থাকতে হবে।

গ) জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ে **১**ম স্থান অধিকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত তথ্য ফরমে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সকল তথ্য, সম্প্রতি তোলা ৬ (ছয়) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করে যথাযথভাবে পূরণ শেষে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিয়ে একটি পরিচিতি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সেই কার্ড প্রতিযোগিতা চলাকালীন পরিচালনাকারীকে দেখিয়ে বিভাগীয় ও জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং যাতায়াত ভাতা ও দৈনিক ভাতা উত্তোলনের সময়ও সংশ্লিষ্ট কার্ডটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হিসাব শাখায় প্রদর্শন করতে হবে।

ঘ) জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ের তথ্য ফরমে কোনো প্রতিযোগীর তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে প্রতিযোগীর সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা ও ফলাফল বাতিল করা হবে এবং একাডেমি প্রদত্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে না।

প্রতি জেলায় দলনেতা/প্রতিনিধিকেও তথ্য ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার বিভাগ বিভাজন

বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা নিম্নবর্ণিত ৮টি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে :

ক. **ঢাকা বিভাগ– ১৩**টি জেলা

১. ঢাকা	২. ফরিদপুর	৩. গোপালগঞ্জ
৪. রাজবাড়ী	৫. শরীয়তপুর	৬. মানিকগঞ্জ
৭. মুন্সিগঞ্জ	৮. নারায়ণগঞ্জ	৯. নরসিংদী
১০. গাজীপুর	১১. টাঙ্গাইল	১২. মাদারীপুর
১৩. কিশোরগঞ্জ		

খ. **ময়মনসিংহ বিভাগ** – ৪টি জেলা

১. ময়মনসিংহ	২. জামালপুর	৩. নেত্রকোণা
৪. শেরপুর		

গ. **সিলেট বিভাগ**– ৪টি জেলা

১. সিলেট	২. মৌলভীবাজার	৩. হবিগঞ্জ
৪. সুনামগঞ্জ		

ঘ. **চট্টগ্রাম বিভাগ**– ১১টি জেলা

১. চট্টগ্রাম	২. নোয়াখালী	৩. ফেনী
৪. রাঙামাটি	৫. খাগড়াছড়ি	৬. বান্দরবান
৭. কক্সবাজার	৮. লক্ষ্মীপুর	৯. চাঁদপুর
১০. কুমিল্লা	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	

ঙ. **বরিশাল বিভাগ**– ৬টি জেলা

১. বরিশাল	২. ঝালকাঠি	৩. ভোলা
৪. পটুয়াখালী	৫. পিরোজপুর	৬. বরগুনা

চ. **খুলনা বিভাগ**– ১০টি জেলা

১. যশোর	২. খুলনা	৩. ঝিনাইদহ
৪. চুয়াডাঙ্গা	৫. মাগুরা	৬. কুষ্টিয়া
৭. সাতক্ষীরা	৮. নড়াইল	৯. মেহেরপুর
১০. বাগেরহাট		

ছ. **রাজশাহী বিভাগ**– ৮টি জেলা

১. রাজশাহী	২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩. বগুড়া
৪. নাটোর	৫. পাবনা	৬. জয়পুরহাট
৭. নওগাঁ	৮. সিরাজগঞ্জ	

জ. **রংপুর বিভাগ**– ৮টি জেলা

১. রংপুর	২. কুড়িগ্রাম	৩. দিনাজপুর
৪. গাইবান্ধা	৫. পঞ্চগড়	৬. লালমনিরহাট
৭. নীলফামারী	৮. ঠাকুরগাঁও	

উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স প্রধান)	সদস্য
৩.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
৫.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	২ জন সদস্য
৭.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
৮.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১০.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১১.	উপজেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

যে সকল উপজেলায় শিশু একাডেমির কার্যালয় নেই, সেই সকল উপজেলায় উপজেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা শাখা পরিচালনা কমিটি প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবেন।

বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৫.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৬.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৭.	জেলা ক্রীড়া অফিসার	সদস্য
৮.	উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা

জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়ের প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিচালনা করবে।

দলনেতা

ক. বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটি জেলার জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা দলনেতা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তবে কোনো কারণে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা দলনেতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে না পারলে তিনি অন্য কাউকে দলনেতা হিসেবে মনোনীত করে পাঠাবেন।

খ. জাতীয় (চূড়ান্ত) প্রতিযোগিতায় কোনো জেলার প্রতিযোগী না থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। মনোনীত দলনেতাকে স্ব স্ব জেলার প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

শিশু ও দলনেতার যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা

ক. অংশগ্রহণকারী প্রতি শিশু ও দলনেতা যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা বাবদ নগদ মোট ১,২০০/- (এক হাজার দুই শত) টাকা জেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্য হবেন।

খ. দলনেতা শিশু একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারী হলে সরকারি বিধি অনুয়ায়ী ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা পাবেন। প্রতিযোগিতা পরিচালনার অর্থ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট জেলা শাখায় প্রেরণ করা হবে। প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সময় অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভ্রমণভাতা প্রাপ্য হবেন।

জাতীয় পর্যায়ে যাতায়াত ভাড়া ও দৈনিক ভাতা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রদান করা হবে :

ক. যাতায়াত ভাড়া নির্দিষ্ট হারে প্রদান করা হবে।

খ. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দৈনিক ভাতা : কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতি শিশু ও দলনেতাকে প্রতিদিন ২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা হারে নির্ধারিত দিনের দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রদান করা হবে।

গ. দলনেতা একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারী হলে সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা পাবেন।

থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ঢাকায় আগত শিশুদের মধ্যে যাদের ঢাকায় থাকার ব্যবস্থা নেই, শুধু তাদের জন্য শিশু একাডেমিতে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, শিশুদের রাত্রি যাপনের স্থানে কেবলমাত্র ম্যাট ও খাবার পানি সরবরাহ করা হবে। প্রতিযোগীদের নিজ নিজ বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন পালনীয় বিষয়াদি

ক. আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে। বই দেখে আবৃত্তি গ্রহণ করা হবে না (কবিতা সংযুক্ত)।

খ. অভিনয় করতে হবে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিয়ে। প্রতিযোগিতার সময় প্রতিযোগীকে অভিনয়ের বিষয় দেয়া হবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রতিযোগীকে ৫ (পাঁচ) মিনিট সময় দেয়া হবে।

গ. প্রতিযোগী যে সকল সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় পরিবেশন করবে তার বিষয়বস্তু আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির পরিপূরক হতে হবে এবং সৃজনশীল নৃত্য, লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে সংগীতটি অবশ্যই বাংলাদেশের শিল্পীর কণ্ঠে হতে হবে এবং দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। নৃত্য বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পেনড্রাইভ সঙ্গে আনতে হবে এবং রিপোর্টিং-এর সময় জমা দিতে হবে। পেনড্রাইভের ব্যাকআপ কপি প্রতিযোগীদের সংরক্ষণ করতে হবে। নাচের সময়সীমা ৫ (পাঁচ) মিনিট।

ঘ. কমপক্ষে ৫টি গান প্রতিযোগীদের জানতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

ঙ. উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার সময় প্রতিযোগীদের বিষয়বস্তু জানানো হবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ৫ (পাঁচ) মিনিট সময় দেয়া হবে। এরপর প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সর্বোচ্চ ৩ মিনিট বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।

পুরস্কার

১. জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার হবে নিম্নরূপ :

ক. উপজেলা/থানা	: সার্টিফিকেট
খ. জেলা পর্যায়	: সার্টিফিকেট
গ. বিভাগীয় পর্যায়	: সার্টিফিকেট ও প্রাইজবন্ড
ঘ. জাতীয় (চূড়ান্ত) পর্যায়	: মেডেল ও সার্টিফিকেট

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে বই উপহার দেয়া হবে।

২. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকারীকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে। শীর্ষস্থান নির্ধারণী মান নিম্নরূপ :

১ম স্থান অধিকারীর প্রতিটি বিষয়ের মান–৩
২য় স্থান অধিকারীর প্রতিটি বিষয়ের মান–২
৩য় স্থান অধিকারীর প্রতিটি বিষয়ের মান–১

উল্লিখিত মানক্রম হিসেবে একজন প্রতিযোগী ৩টি বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করলে তাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হবে। তবে তাকে অবশ্যই ২টি বিষয়ে প্রথম এবং অন্য একটির মানসহ সাকুল্যে ৭ থেকে ৯-এর মধ্যে মান অর্জন করতে হবে।

সেরাদের সেরা

৩টি বিষয়ে ১ম স্থান অধিকারী শিশু পাবে সেরাদের সেরা পুরস্কার। পুরস্কার হিসেবে নগদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা, ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার বই, ট্রফি এবং সার্টিফিকেট।

অর্থ-বরাদ্দ

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় অফিস থেকে অর্থ-বরাদ্দ দেয়া হবে। উপজেলা/থানায় প্রেরিত অর্থের খরচের ভাউচার যথাসময়ে জেলা শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং সরকারি অডিট দল কর্তৃক অডিট করাতে হবে। এছাড়া খাত অনুযায়ী ব্যয় বিবরণী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশের শিশুদের অংশগ্রহণে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২২ ও ২০২৩ সফল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিক থাকবেন এই প্রত্যাশা রইল।

প্রতিযোগী শিশুদের জন্য শুভকামনা।

আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা ২০২২

ক বিভাগ

আমাদের এই বাংলাদেশ

সৈয়দ শামসুল হক

সূর্য ওঠার পূর্বদেশ
বাংলাদেশ!
আমার প্রিয় আপন দেশ বাংলাদেশ!
আমাদের এই বাংলাদেশ!

কবির দেশ বীরের দেশ
আমার দেশ স্বাধীন দেশ
বাংলাদেশ!
ধানের দেশ গানের দেশ
তেরোশত নদীর দেশ
বাংলাদেশ!

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
মা শেখালেন মাতৃভাষা
মিষ্টি বেশ!

মনের ভাষা জনের ভাষা
এই ভাষাতে ভালোবাসা
মায়ের দেশ!

মায়ের দেশ ভায়ের দেশ
কোন সে দেশ?
বোনের দেশ পিতার দেশ
সে কোন দেশ?

বাংলাদেশ!
আমাদের এই বাংলাদেশ!

ঘুমপাড়ানি

আবুল হোসেন

ঝর ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ে
সবুজ ঘাসে নদীর চরে
ধানের ক্ষেতে টিনের ঘরে
এই তো দিলাম চুমো,
খোকনমণি ঘুমো।

ঝির ঝির ঝির পাতা নড়ে,
দুপুর রাতের রাস্তা ধরে
যাচ্ছে কারা পালকি চড়ে?
এই তো দিলাম চুমো,
খোকনমণি ঘুমো।

আকাশ গাঙে নৌকা বেয়ে
তারা, পালে জোছনা পেয়ে
গান ধরেছে চাঁদের মেয়ে।
এই তো দিলাম চুমো,
খোকনমণি ঘুমো।

মনের বনে ঘুমের ঘরে
ঝর ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ে,
ঝির ঝির ঝির পাতা নড়ে।
এই তো দিলাম চুমো,
খোকনমণি ঘুমো।

এই অক্ষরে

মহাদেব সাহা

অক্ষরগুলি চায় মুখ তুলি
অন্তরে জাগে গান,
শিখি তার কাছে অজানা যা আছে
আনন্দে ভরে প্রাণ;
এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে
মন হয়ে যায় নদী,
আর কিছু তাই পাই বা না পাই
চিঠিখানা পাই যদি।

সেই উপমায় মন ভরে যায়
দেখি অপরূপ ছবি–
সকাল দুপুর সুরের নূপুর
বাজায় উদাস কবি।

এই অক্ষরে ডাক নাম ধরে
সকলেরে কাছে টানে,
এই প্রিয় ভাষা বুকে দেয় আশা
বিমোহিত করে গানে।

এই অক্ষরে কঠিন পাথরে
শিলালিপি লেখা হয়,
এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে
যুদ্ধ করেছি জয়।

আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা ২০২৩

ক বিভাগ

এমন যদি হতো

সুকুমার বড়ুয়া

এমন যদি হতো, ইচ্ছে হলে আমি হতাম
প্রজাপতির মতো।
নানান রঙের ফুলের ’পরে, বসে যেতাম চুপটি করে
খেয়াল মতো নানান ফুলের সুবাস নিতাম কতো।

এমন যদি হতো, পাখি হয়ে পেরিয়ে যেতাম
কত পাহাড় নদী,
দেশ-বিদেশের অবাক ছবি, এক পলকে দেখে সবই
সাতটি সাগর পাড়ি দিতাম উড়ে নিরবধি।

এমন যদি হয়, আমায় দেখে এই পৃথিবীর
সবাই পেতো ভয়,
মন্দটাকে ধ্বংস করে, ভালোয় দিতাম জগৎ ভরে
খুশির জোয়ার বইয়ে দিতাম এই দুনিয়াময়,
এমন হবে কি?
একটি লাফে হঠাৎ আমি চাঁদে পৌঁছেছি!
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, দেখে শুনে ভালো করে
লক্ষ যুগের অন্ত আদি জানতে ছুটেছি।

খ বিভাগ ২০২৩

প্রশ্ন

শামসুর রাহমান

আচ্ছা ঐ যে অনেক দূরে
কী-যে একটা যাচ্ছে দেখা,
তাকে তুমি বলবে নদী
নাকি শুধুই কালো রেখা?

ঐ যে দূরে আকাশ জুড়ে
জ্বলছে যেন মটরদানা,
সত্যি করে বলো তো আজ
ওদের নাম কি তোমার জানা?

গলির মোড়ে হঠাৎ দেখি
উঠল ফুটে অনেক ফুল–
সত্যি একি ফুলের মেলা
নাকি আমার চোখের ভুল?

নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে যায়,
চোখে পড়ে পরির নাচ!
ওরা সবাই পরি নাকি
হাওয়ার দোলায়-কাঁপা গাছ?

ঐ যে মেঘে যাচ্ছে মিশে
পক্ষিরাজের শাদা ডানা,
সত্যি ওটা ঘোড়া নাকি
দুধেল মেঘের ছোট্ট ছানা?

গ বিভাগ ২০২৩

মেঘনায় ঢল

হুমায়ূন কবির

শোন মা আমিনা, রেখে দে রে কাজ ত্বরা করে মাঠে চল,
এলো মেঘনায় জোয়ারের বেলা এখনি নামিবে ঢল।
নদীর কিনার ঘন ঘাসে ভরা
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা
করিস না দেরি– আসিয়া পড়িবে সহসা অথই জল
মাঠ থেকে গরু নিয়ে আয় ত্বরা মেঘনায় নামে ঢল।

এখনো যে মেয়ে আসে নাই ফিরে– দুপুর যে বয়ে যায়।
ভরা জোয়ারের মেঘনার জল কূলে কূলে উছলায়।
নদীর কিনার জলে একাকার,
যেদিকে তাকাই অথই পাথার,
দেখতো গোহালে গরুগুলি রেখে গিয়েছে কি ও পাড়ায়?
এখনো ফিরিয়া আসে নাই সেকি? দুপুর যে বয়ে যায়।

ভরবেলা গেল, ভাটা পড়ে আসে, আঁধার জমিছে আসি,
এখনো তবুও এলো না ফিরিয়া আমিনা সর্বনাশী।
দেখ দেখ দূরে মাঝ-দরিয়ায়
কালো চুল যেন ঐ দেখা যায়–
কাহার শাড়ির আঁচল-আভাস সহসা উঠিছে ভাসি?
আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী?

তথ্য সংগ্রহ ছক

সাল : ....

প্রতিযোগিতার বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বালক	বালিকা	মন্তব্য (কোনো বিষয়ে প্রতিযোগিতা না হলে তার কারণ ও মন্তব্য)
১.				
২.				
৩.				
৪.				

উপজেলা :

জেলা :

বিভাগ :

স্বাক্ষর

এই ছক অনুযায়ী প্রতিযোগিতা শেষে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী বালক-বালিকার সংখ্যা পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক ২০২২ ও ২০২৩-এর তথ্যাদি পূরণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে পাঠাতে হবে।

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২২ ও ২০২৩-এর নিয়মাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

প্রকাশকাল : জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
ফোন +৮৮০২২২৩৩৮৯০৬১